যুগান্তর

তারিখ 0 8 NOV 2008
পৃঃ ১৬ কলাম ৪

বেসরকারি কলেজগুলোতে চলছে পদ পদবি নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিবাদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তার মদদদানের অভিযোগ

মুসতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দেশের প্রায় সাড়ে ৫শ' বেসরকারি কলেজের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে চরম বিশৃংখলা চলছে। মূলত কলেজের শীর্ষ পদ দখল, গভর্নিং বডির সভাপতি বা সদস্য হওয়া, নিয়োগ-পদোন্নতি ও নানা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ-লাভকে কেন্দ্র করে এসব কলেজে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং অনিয়মের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এ অবস্থা। এর ফলে কলেজগুলোতে অনিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের মামলা-মোকদ্দমা এমনকি মিছিল-সমাবেশসহ হিংসাত্মক কর্মসূচি পর্যন্ত পালন করতে দেখা যায়। আর শিক্ষকদের এসব কর্মকাণ্ডে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। সূত্র জানায়, এ অবস্থায় অভিভাবক হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে শিক্ষার পরিবেশের স্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকায় আবির্ভূত হওয়ার কথা, সেখানে অধিকাংশ সময়েই দ্বন্দ্ব ও বিবাদ সৃষ্টি এবং জিইয়ে রাখার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আর এ কর্মকাণ্ডে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শন শাখা ও শাখা প্রধান আবদুর রশিদের ভূমিকাকেই দায়ী করেছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের অভিযোগ, কলেজ পরিদর্শক স্বয়ং দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের লালন ও প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তবে কলেজ পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট শাখার নেতিবাচক

চলছে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

চলছে : কলেজগুলোতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভূমিকা এবং ঝামেলাপূর্ণ কলেজের বিষয়গুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরে আসার পর গত ১৬ মার্চ জারিকৃত এক পত্রে (কলেজগুলোতে) পূর্ণকালীন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু সাত মাসেও এ ব্যাপারে কোন অগ্রগতি নেই। এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক মোতাহারুল ইসলাম বলেন, তিনি কয়েকদিন আগে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছেন। ফলে বিষয়টি তিনি জানেন না। আর সংশ্লিষ্ট শাখাও বিষয়টি তার নজরে আনেনি। তিনি বলেন, কলেজ পরিদর্শক আবদুর রশিদের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গা থেকে তার কাছে অভিযোগ এসেছে। সুনির্দিষ্ট ও লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান তিনি।

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন কলেজ ছাড়াও ঢাকা বিভাগে ৩৫টি, বরিশালে ৩১টি, রাজশাহীতে ৭০টি, খুলনায় ৩০টি, চট্টগ্রামে ২৫ এবং সিলেটে ১৩টি কলেজে নানাভাবে দ্বন্দ্ব-বিবাদ লেগে আছে বলে সূত্র জানায়। এই ১৯৯টি কলেজই চলছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে। এছাড়া আরও ৫০টি বিএড, আইনসহ প্রফেশনাল ডিগ্রি বিষয়ক কলেজেও রয়েছেন সাময়িক অধ্যক্ষ।

একদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাহীন অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিরাজমান বিশৃংখলার ব্যাপারে তদন্ত ও সংস্কার রিপোর্ট তৈরির লক্ষ্যে গঠিত ২২ সদস্যের তদন্ত কমিটি ১০ নভেম্বর সরেজমিন পরিদর্শনে যাচ্ছে। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ওই কমিটির আহ্বায়ক। কলেজ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কলেজে জটিলতা ও অশান্তি সৃষ্টি এবং জিইয়ে রাখার অভিযোগ ছাড়াও অধিভুক্ত কলেজগুলোর অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষক নিয়োগ, কলেজ অধিভুক্তি, তদন্ত ও পরিদর্শন সংক্রান্ত কমিটিতে জালিয়াতি করে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করানোর মতো অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে গত বছর উত্তরাঞ্চলের শাহ আবদুর রউফ কলেজের উপাধ্যক্ষ নিয়োগের নির্বাচনী বোর্ডে উপাচার্য মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন উপাচার্য রংপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে মনোনয়ন দেন। কিন্তু ২৯ মের ওই নোটসিটে উপাচার্য স্বাক্ষরদানের পরও তা কেটে নিজের নাম (আঃ রশিদ) বসিয়ে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অথচ সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগ বোর্ডে অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক সমমানের ব্যক্তিদের বিশেষজ্ঞ হিসাব বসার নিয়ম। একইভাবে ঢাকার মিরপুর কলেজের ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগেও বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। এর বাইরে তার বিরুদ্ধে চাঁদপুর জেলার মতলব থানার রায়মনেন নেছা মহিলা কলেজের বিবিএস (পাস) কোর্সের অধিভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরিদর্শক হিসেবে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ইফতেখার উসমানকে ... মনোনয়ন, বিধিবহির্ভূতভাবে তজুলিম উদ্দিন মোল্লাকে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার পীরের ইউনাইটেড ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন শাহজাদপুর মহিলা কলেজের সভাপতি পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হামিদুল হক বিদ্যোৎসাহী সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদানসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, সভাপতি বা শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণমূলক আচরণের একাধিক অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সর্বশেষ তার বিরুদ্ধে ঢাকার দনিয়া কলেজে সভাপতি ও সদস্য মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে।

এ ব্যাপারে আবদুর রশিদ শুক্রবার বিকালে মোবাইল ফোনে জানান, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য নয়। সংশ্লিষ্ট তথ্য-প্রমাণের ব্যাপারে তিনি বলেন, তাকে পছন্দ না হওয়ায় এসব বলা হচ্ছে। আসলে কলেজে নিয়োগ বোর্ডে সদস্য মনোনয়ন এবং গভর্নিং বডি গঠনের এখতিয়ার উপাচার্যের। তিনি এ ব্যাপারে কোন জালিয়াতি বা অনিয়ম করেননি। কলেজ পরিদর্শক বলেন, বিশৃংখলা চলাকালীন কলেজকে তিনি মদদ দেন না। কোন দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষের সঙ্গে তার সখ্য নেই। ছয় মাসের সময় দিয়ে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ নিয়োগের আদেশ অনেকটা বাস্তবায়ন হয়েছে। যারা আদেশ মানেননি, তাদের তালিকা করে একাডেমিক কাউন্সিলে জমা দেয়া হবে।